গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
www.fid.gov.bd

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) সংক্রান্ত মাসিক সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব এ.বি.এম রুহুল আজাদ, অতিরিক্ত সচিব ও এপিএ টিম প্রধান, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
স্থান : অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ-৩৩১, ভবন-৭), বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
তারিখ ও সময় : ১৫ নভেম্বর ২০১৯, রবিবার, সকাল ১০:০০টা

সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। প্রথমেই তিনি সরকারের SDG লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে করণীয় দিক এবং এ বিভাগের সাথে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি জানান সরকারী নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারি কর্মকান্ডে দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়।

এতদবিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি গত ০৪.০৭.২০১৮ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। যার লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বিপরীতে বার্ষিক (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯) মূল্যায়ন প্রতিবেদন যৌক্তিকতা ও প্রমাণকসহ গত ১৮ আগস্ট ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

এ বিভাগের মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্তৃক ২০.১১.২০১৯ তারিখের আধা সরকারী পত্র নং-০৪.০০.০০০০.৮২৬.২২.০০১.১৮.৮৪; মাধ্যমে এ বিভাগের মূল্যায়ন ঘোষনা করা হয়। প্রেরীত প্রতিবেদন ও ডিও পত্রটি পর্যালোচনান্তে দেখা যায় এ বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মূল্যায়নে চূড়ান্ত অর্জন ৮১.২১ নম্বর এবং সার্বিকভাবে এ বিভাগের অবস্থান ৫১ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে ৪১ তম।

১. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ এর প্রাপ্ত নম্বরের তুলনামূলক চিত্র:

অর্থবছর	কার্যক্রমের সূচক		মোট সূচক	লক্ষ্যমাত্রা ও প্রাপ্ত নম্বর		লক্ষ্যমাত্রা ও প্রাপ্ত নম্বর		মোট প্রাপ্ত নম্বর	৫১টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগের মধ্যে এ বিভাগের অবস্থান
	বিভাগ	আবশ্যিক		লক্ষ্যমাত্রা (বিভাগ)	প্রাপ্ত নম্বর	লক্ষ্যমাত্রা (আবশ্যিক)	প্রাপ্ত নম্বর		
২০১৭-১৮	২৫ টি	২৯ টি	৫৪ টি	২৫ টি সূচক	৫৮.৬০	২৯ টি সূচক	১৪.৭৮	৭৩.৩৮	৫১ তম
২০১৮-১৯	৩২ টি	৩২ টি	৬৪ টি	৩২ টি সূচক	৬০.০০	৩২ টি সূচক	২১.২১	৮১.২১	৪১ তম

আলোচনা: ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এপিএ অর্জন পর্যালোচনান্তে দেখা যায়, বিগত অর্থবছরের তুলনায় এ বিভাগের অর্জন অনেকটা উন্নতির পথে যেখানে বিগত অর্থবছরে এ বিভাগের অবস্থান ছিল ৫১ তম এবং তা বর্তমানে উন্নতি লাভ করে ৪১ তম অবস্থান লাভ করেছে। এ বিষয়ে ভবিষ্যতে আরো কর্মদক্ষতার পরিচয় দেয়ার জন্য সভাপতি এপিএ টিমের সকল কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখাকে পরামর্শ প্রদান করেন।

২ (ক). বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-১৯ এর বার্ষিক (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯) এ ১৪ টি সূচকের মোট মান ১৬ যার মধ্যে কোন অর্জন না হওয়ার বিষয়ে বিষদ পর্যালোচনা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনসমূহ (মোট মান ১৬):

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ অসাধারণ	অর্জন (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)	বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত শাখা	মন্তব্য
[১.১] হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন আইনের চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন	[১.১.২] মন্ত্রিসভায় নীতিগত অনুমোদনের জন্য প্রেরিত	তারিখ	১	৩০.০৪.১৯	নাই	বিশেষায়িত ব্যাংক শাখা	০১.০৭.১৯ তারিখে মন্ত্রিসভায় প্রেরিত।
	[১.১.৩] ভেটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত	তারিখ	১	১৬.০৫.১৯	নাই	বিশেষায়িত ব্যাংক শাখা	২৩.০৯.১৯ ভেটিং এর জন্য প্রেরিত।
	[১.১.৪] মন্ত্রিসভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরিত	তারিখ	১	১২.০৬.১৯	নাই	বিশেষায়িত ব্যাংক শাখা	ভেটিংকৃত না হওয়ায় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা সম্ভব হয়নি।
[১.২] ফাইন্যান্স কোম্পানি আইনের চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন	[১.২.১] মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আন্তমন্ত্রণালয় কমিটিতে প্রেরিত	তারিখ	১	২৪.০৪.১৯	নাই	কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা	বাংলাদেশ ব্যাংক হতে বিলে আরো কিছু বিধান সংযোজনের কথা জানানো হয় এবং শীঘ্রই তা প্রেরণ করা হবে বলে জানানো হয়। কিন্তু অদ্যাবধি বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে আইনের সংশোধিত খসড়া এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়নি। খসড়া প্রেরণের জন্য গত ০১.১১.২০১৯ তারিখে দ্বিতীয় তাগিদপত্র দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, মেখিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে আলোচনান্তে জানা যায় সত্বর সংশোধিত খসড়া প্রেরণ করা হবে।
	[১.২.২] মন্ত্রিসভায় নীতিগত অনুমোদনের জন্য প্রেরিত	তারিখ	১	০৯.০৫.১৯	নাই	কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা	
	[১.২.৩] ভেটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত	তারিখ	১	২৩.০৫.১৯	নাই	কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা	
	[১.২.৪] মন্ত্রিসভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরিত	তারিখ	১	২০.০৬.১৯	নাই	কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা	

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ অসাধারণ	অর্জন (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)	বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত শাখা	মন্তব্য
[৩.২] রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের শ্রেণিকৃত ঋণ হ্রাসকরণ	[৩.২.১] শ্রেণিকৃত ঋণের হার হ্রাস	%	২	২৪.৫%	৩১.৭৭%	বাণিজ্যিক ব্যাংক শাখা	এ বিভাগের আওতাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের অর্জনের সাথে সর্ম্পকযুক্ত। এ বিষয়টি তদারকি করার জন্য সংশ্লিষ্ট শাখাকে পত্র দেয়া হয়েছে।
[৩.৪] এসএমই ঋণ বিতরণ ও আদায়	[৩.৪.২] আদায়কৃত এসএমই ঋণ	টাকা (হাজার কোটি)	২	১৬১.৯৬	১১৬.০৪	বাণিজ্যিক ব্যাংক শাখা	
[৫.৩] National Social Insurance Scheme এর জন্য জরিপ কাজ সম্পন্নকরণ	[৫.৩.১] জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশিত	তারিখ	১	১৫.০৪.১৯	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরিত	বীমা শাখা	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরিত। লক্ষ্য নির্ধারণে ভুল হওয়ায় কোন নম্বর পাওয়া যায়নি। বর্তমান ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংশোধন করা হয়েছে।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ অসাধারণ	অর্জন (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)	বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত শাখা	মন্তব্য
[এম.২.১] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[২.১.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫	৫০%	১৩.৩৬ %	অডিট শাখা	লক্ষ্যমাত্রা ৫০% অর্জনের বিষয়ে চেষ্টা অব্যাহত আছে এবং সংশ্লিষ্ট শাখাকে পত্র দেয়া হয়েছে।
[এম.২.২] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা	[২.২.১] স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	০.৫	০৩.০২.১৯	প্রযোজ্য নয় (যৌক্তিকতার ভিত্তিতে)	গ্রহণ, বিতরণ ও সেবা শাখা	এ বিভাগের আওতাধীন সংস্থাসমূহের স্থাবর সম্পত্তি থাকলেও এ বিভাগের নিজস্ব কোন স্থাবর সম্পত্তি নেই, যা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে পত্র মারফত অবহিত করা হয়েছে।
[এম.২.৪] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	[২.৪.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত	%	২	১০০%	৭৪%	প্রকল্প শাখা	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত আছে।

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক ২০১৮-১৯ অসাধারণ	অর্জন (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)	বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত শাখা	মন্তব্য
[এম.২.৮] শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান	[২.৮.১] নিয়োগ প্রদানকৃত	%	১	৮০%	চলমান	প্রশাসন শাখা	শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক স্থগিতাদেশ হওয়ায় নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হলে নিয়োগ কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়েছে।

আলোচনা: ক্রমিক-২ এ উল্লিখিত কার্যক্রম ও সূচকসমূহ পর্যালোচনান্তে দেখা যায়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য [এম.২.২] এ উল্লিখিত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে এ বিভাগের অস্থাবর সম্পদের তালিকা সরবরাহ করা হয়েছে কিন্তু স্থাবর সম্পদ বিদ্যমান না থাকায় শূণ্য প্রতিবেদন দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে নির্ধারিত নম্বর ছিল ০.৫ যা এ বিভাগের জন্য আংশিক প্রযোজ্য না হওয়া সত্বেও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক কোন নম্বর ধরা হয়নি।

২ (খ). যেসকল বিষয়ে আংশিক অর্জন হয়েছে তা নিম্নরূপ (মোট মান ১৭.৫):

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক ২০১৮-১৯	অর্জন (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)	বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত শাখা	মন্তব্য
[১.৪] বীমা বিষয়ক বিধিমালা/ প্রবিধানমালা জারি	[১.৪.১] গেজেটে প্রকাশিত	সংখ্যা	১০	৫	৪	বীমা শাখা	৫টি গেজেটের মধ্যে ৪টি প্রকাশিত হওয়ায় ৯ নম্বর প্রাপ্ত হয়েছে।
[২.৩] দেশব্যাপী ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসী কার্যক্রম বাস্তবায়ন	[২.৩.১] কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী	সংখ্যা (জন)	২	১৪৫০০	১৩০০০	বিএসইসি শাখা	প্রাপ্ত নম্বর ১.২ ধরা হয়েছে। এ বিষয়ে বিএসইসি কর্তৃক যথাযথ ভাবে প্রমাণক দাখিল করতে না পারায় অর্জন কম হয়েছে।
[২.৮] পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের জন্য সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ	[২.৮.১] প্রশিক্ষিত বিনিয়োগকারী	সংখ্যা (জন)	৩	১৪০০	১৩৬৭	বিএসইসি শাখা	প্রাপ্ত নম্বর ২.৮ ধরা হয়েছে। এ বিষয়ে বিএসইসি কর্তৃক যথাযথ ভাবে প্রমাণক দাখিল করতে না পারায় অর্জন কম হয়েছে।
[এম. ১.১] মন্ত্রণালয়/ বিভাগে ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	[১.১.১] ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে গৃহীত ডাক ই-ফাইলিং সিস্টেমে আপলোডকৃত	%	১	৮০	৫৫.২৫	আইসিটি সেল	প্রাপ্ত নম্বর ০.৭১ ধরা হয়েছে। অর্জনের হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/ নির্ণায়ক ২০১৮-১৯	অর্জন (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)	বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত শাখা	মন্তব্য
[এম. ১.৪] প্রতিটি শাখায় বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রণয়ন ও বিনষ্ট করা	[১.৪.২] প্রণীত তালিকা অনুযায়ী বিনষ্টকৃত নথি	%	০.৫	১০০%	৮০%	প্রশাসন শাখা	নথি বিনষ্টির হার কম হওয়ায় প্রাপ্ত নম্বর ০.৪ হয়েছে। অর্জনের হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।
[এম. ১.৫] সিটিজেনস চার্টার বাস্তবায়ন	[১.৫.১] হালনাগাদকৃত সিটিজেনস চার্টার অনুযায়ী প্রদত্ত সেবা	%	১	৮০%	৮০%	প্রশাসন শাখা	সিটিজেনস চার্টার বাস্তবায়ন হার ৮০% হওয়া সত্বেও ১ এর মধ্যে ০.৬ নম্বর ধরা হয়েছে।

আলোচনা: ২০১৮-১৯ অর্থবছরের আংশিক অর্জনের ক্ষেত্রে ৬টি সূচকের বিপরীতে মোট ১৭.৫ নম্বরের মধ্যে ১৪.৭১ নম্বর অর্জন হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। উল্লিখিত সূচকসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখাকে ভবিষ্যতে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের ক্ষেত্রে আরো সতর্ক হওয়া এবং সিটিজেনস চার্টার বাস্তবায়ন হার ৮০% হওয়া সত্বেও নম্বর কম পাওয়ার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।

৩. আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের জন্য এপিএ সংক্রান্ত একটি বিশেষজ্ঞ পুল গঠন/পুনর্গঠন:

আলোচনা: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গত ২১ এপ্রিল ২০১৬ এবং ১৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ এ বিষয়ে এপিএ সংক্রান্ত একটি বিশেষজ্ঞ পুল গঠন/পুনর্গঠন এর অনুরোধ জানিয়ে এ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়। পত্রের বিষয়বস্তু পর্যালোচনান্তে উল্লেখ করা যায় যে, সরকারী কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ২১তম সভায় প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৩ সদস্য বিশিষ্ট এপিএ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পুল গঠনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশেষজ্ঞ পুল অবসরপ্রাপ্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিবের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠন করা যায়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অন্য একটি পত্রে পুলে বিদ্যমান সদস্যদের প্রতি সভায় অংশ গ্রহণের জন্য ৫০০০/- টাকা সম্মানী প্রদানের ও নির্দেশনা দেয়া আছে। উল্লেখ্য, পুল গঠনের বিষয়ে গত ০৫ জুন ২০১৬ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বরাবর একটি সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হলে তিনি নিম্নোক্ত নির্দেশনা তুলে ধরেন:

"আমার মনে হয় এরকম পুল গঠণের কোন প্রয়োজনিয়তা নেই। সচিব এই বর্ষিক কর্মসম্পাদন প্রণয়নের গাইডলাইন শুরুতেই প্রণয়ন করবেন। অত:পর এই খসড়াটি বিভাগের সহকারী সচিব পর্যন্ত সকলে দেখার ও মন্তব্য দেয়ার সুযোগ পাবেন। ইহার পদক্ষেপ হবে প্রতিটি উইং এ যুগ্মসচিব/অতিরিক্ত সচিব এই বিষয়টি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে উইং এর মতামত দেবেন। শেষ পর্যায়ে সচিব নিজে বা যাদের সাথে তিনি আলোচনা করতে চান সেটি করে প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করবেন।"

"আমি বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদ সচিবের কাছে পুনর্বিবেচনার জন্য পাঠাতে চাই। বার্ষিক কর্মসম্পাদন দলিলটি একান্তই প্রতিটি বিভাগের কাজ হওয়া উচিৎ। এতে কোন outside input এর প্রয়োজন নেই। সচিব নিজেই ঠিক করতে পারেন কি উপায়ে তিনি এটি প্রণয়ন করবেন এবং কি উপায়ে এর বাস্তবায়ন মনিটরিং করবেন। প্রয়োজনে এই দলিলটির সংশোধনও তিনিই ঠিক করতে পারেন।"

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের জন্য এপিএ সংক্রান্ত একটি বিশেষজ্ঞ পুল গঠন/পুনর্গঠনের বিষয়টি জানিয়ে গত ০১ আগস্ট ২০১৬ তারিখ এ বিভাগ হতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পত্র দেয়া হয়।

৪. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণের জন্য প্রণোদনা প্রদান ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ আয়োজন:

আলোচনা: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এতদসংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ১৪ তম সভার কার্যবিবরণীর ৪.১০ ও ৪.১১ নং সিদ্ধান্তে এপিএ বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণকে সম্মানী হিসেবে প্রশংসা পত্র/ ক্রেস্ট/ সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এপিএ বাস্তবায়ন টিমের কর্মকর্তাদের বিদেশ সফরে/প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে মর্মে উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যা সভায় আলোচনা হয়।

৫. বিবিধ আলোচনা:

ডি.ও পত্রে উল্লিখিত ১৪ টি সূচক পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, প্রথমত, ১৪টি সূচকের মধ্যে ১টি সূচক [২.২] এ বিভাগের জন্য প্রযোজ্য নয় যা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে পত্রের মাধ্যমে জানানো হলেও নম্বর প্রদান করা হয়নি। দ্বিতীয়ত, ৩টি সূচক [৩.২, ৩.৪, এম.২.৪] এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও প্রকল্পের বাস্তবায়নের উপর নির্ভরশীল বিধায় কোন অর্জন সম্ভব হয়নি। তৃতীয়ত, বাকি ১০ টি সূচকের মধ্যে কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রা অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল হওয়ায় পুরোপুরি অর্জন সম্ভব হয়নি।

উল্লেখ্য, বিগত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ বিভাগের অর্জন ছিল ৭৩.৩৭ যা ক্রমান্বয়ে প্রায় ৯ নম্বর বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে উত্তমে উন্নীত হয়েছে। চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে তা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-১৯ এর বার্ষিক অর্জন পর্যালোচনাপূর্বক ২০১৯-২০ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রাসমূহ যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১০০% অর্জন সম্ভব হয় সে বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক	প্রদত্ত সিদ্ধান্ত/নির্দেশনাসমূহ:	বাস্তবায়নে
১.	বিগত অর্থবছরের তুলনায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রাপ্ত নম্বর বৃদ্ধির এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে। ভবিষ্যতে এ বিভাগের অর্জন আরো বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেসকল বিষয়ে অর্জন সন্তোষজনক নয় সেসকল বিষয়ে অধিকতর জোর দিতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখাকে পত্র দিতে হবে।	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের এপিএ টিম এবং সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা
২.	বীমা বিষয়ক বিধিমালা/ প্রবিধানমালা জারি সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে বীমা শাখাকে আরো তৎপর হতে হবে।	উপসচিব (বীমা), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।
৩.	আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য [এম.২.২.১] সূচকে উল্লিখিত স্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকরণ এ বিভাগের জন্য প্রযোজ্য না হওয়ায় এবং এ বিভাগের কোন স্থাবর সম্পত্তি না থাকায় পূর্ণ নম্বর প্রদানের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	উপসচিব (বাজেট) ও এপিএ টিমের সদস্য, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।
৪.	বিএসইসি কর্তৃক যথাযথভাবে প্রমাণক দাখিল করতে না পারায় এ বিভাগ [২.৩.১] এবং [২.৮.১] সূচকের বিপরীতে কম নম্বর প্রাপ্ত হয়েছে। এ বিষয়ে ভবিষ্যতে যথাযথভাবে প্রমাণক সংরক্ষণের বিষয়ে বিএসইসি-কে পত্র প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট শাখাকে ইউ.ও নোট প্রদান করতে হবে।	উপসচিব (বিএসইসি), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।
৫.	মন্ত্রণালয়/ বিভাগে ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়নের বিষয়ে এ বিভাগকে আরো তৎপর হতে হবে। সকল নথি ই-ফাইলের মাধ্যমে নিস্পত্তির লক্ষ্যে কর্মকর্তাগণকে আরো উদ্বুদ্ধকরণের জন্য আরো প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।	উপসচিব (আইসিটি), উপসচিব (প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।
৬.	প্রতিটি শাখায় বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রণয়ন ও ১০০% বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে প্রশাসন শাখাকে আরো তৎপর হতে হবে এবং সকল শাখায় পত্র প্রেরণ করতে হবে।	উপসচিব (প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ), আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।
৭.	[এম. ১.৫] সিটিজেনস চার্টার বাস্তবায়নের বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা পূরোপুরি অর্জন হওয়া এবং এ বিষয়ে যথাযথ প্রমাণক সরবরাহ করা হলেও ১ নম্বর হতে ০.৪ নম্বর কর্তন করায় পূর্ণ নম্বর প্রদানের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	উপসচিব (বাজেট) ও এপিএ টিমের সদস্য, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।
৮.	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের জন্য এপিএ সংক্রান্ত একটি বিশেষজ্ঞ পুল গঠন/পুনর্গঠনের বিষয়ে এ বিভাগের পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা সে বিষয়ে সাবেক অর্থমন্ত্রী তাঁর অভিমত তুলে ধরে শুধুমাত্র এ বিভাগের এপিএ টিমকেই দায়িত্ব পালনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। বর্তমানে প্রাপ্ত পত্রটি পুনরায় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট উপস্থাপনপূর্বক সিদ্ধান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।	উপসচিব (বাজেট) ও এপিএ টিমের সদস্য, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।

ক্রমিক	প্রদত্ত সিদ্ধান্ত/নির্দেশনাসমূহ:	বাস্তবায়নে
৯.	এ বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগণের জন্য প্রণোদনা প্রদান ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ আয়োজনের কার্যক্রম আগামী ফেব্রুয়ারী ২০১৯ মাসের মধ্যে দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। এ বিষয়ে এপিএ টিম প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	উপসচিব (প্রশিক্ষণ), উপসচিব (বাজেট) ও এপিএ টিমের সদস্যবৃন্দ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।

পরিশেষে উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

১৭/১২/১৯

(এ.বি.এম রুহুল আজাদ)
অতিরিক্ত সচিব
ও
এপিএ টিম প্রধান
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়

নম্বর: ৫৩.০০.০০০০.২১২.৩১.০০২.১৯-১৭০

তারিখ: .১২.২০১৯

বিতরণ-কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। জনাব রুখসানা হাসিন, যুগ্মসচিব ও এপিএ ফোকাল পয়েন্ট, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
২। জনাব মুঃ শুকুর আলী, যুগ্মসচিব ও সদস্য, এপিএ টিম, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৩। জনাব মোঃ সাঈদ কুতুব, উপসচিব ও সদস্য, এপিএ টিম, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৪। ড. নাহিদ হোসেন, উপসচিব ও সদস্য, এপিএ টিম, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৫। জনাব মোহাম্মদ ইফতেখার হোসেন, উপসচিব ও সদস্য, এপিএ টিম, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৬। মোসাম্মাৎ জোহরা খাতুন, উপসচিব ও সদস্য সচিব, এপিএ টিম, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৭। জনাব মোহাম্মদ সফিউল আলম, উপসচিব ও সদস্য, এপিএ টিম, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৮। জনাব আজিজুর রহমান, সহকারী সচিব ও সদস্য, এপিএ টিম, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৯। জনাব ফয়সল আহমদ, এসপিও এবং সদস্য, এপিএ টিম, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

১। সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২। অতিরিক্ত সচিব, (প্রশাসন) ও এপিএ টিম প্রধান, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।
৩। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

১৭/১২/১৯

(মোসাম্মাৎ জোহরা খাতুন)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪৬৩৩৩